



129598 - সংক্রামক রোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা

প্রশ্ন

সংক্রামক রোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা/সুরক্ষা থাকা ব্যাপারে ইসলাম কী শিক্ষা দেয়? কুরআনের সূরার এমন কোন আয়াত আছে কি সংক্রামক রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিবা প্রতিরোধ করার জন্য সুরক্ষামূলক পদক্ষেপে হিসেবে যতটা উপর আমল করা আবশ্যিক? উদাহরণতঃ ইহুদীদের একটি বই আছে Book of Leviticus নামে; যে বইটি এমন বিষয়ে জন্য খাস।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রত্যেকে ব্যক্তির উচিত যে সব কারণ সংক্রামক রোগ ও মরণব্যধি ঘটতে পারে সে সব উপসর্গ থেকে দূরে থাকা। এর দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **لا يُورد ممرض على مصح** (কোন রোগাক্রান্ত উটরে মালকি তার উটকে সুস্থ উটরে মালকির সাথে একত্রে পানি পান করবে না)। এ হাদিসে **مُمرض** শব্দরে অর্থ যে ব্যক্তি খোস-পাঁচড়া বা এ জাতীয় রোগে আক্রান্ত অসুস্থ উটরে মালকি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসুস্থ উটরে মালকি সে ব্যক্তির উটকে এমন ভূমিতে চরাবে না, এমন পানির ঘাটে নিয়ে যাবে না যেখানে সুস্থ উটরে মালকিরো তাদের উটগুলো নিয়ে যায়। এই ভয়ে যে, রোগ অসুস্থ উট থেকে সুস্থ উটগুলোতে স্থানান্তরিত হতে পারে। এভাবে ফলে রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও উদ্ধৃত হয়েছে যে, **فَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فَرَارِكِ مِنَ الْأَسَدِ** (তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন কর যতোবে সিংহ থেকে পলায়ন কর)। এখানে **مَجْذُوم** অর্থ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। কুষ্ঠরোগ হল এক ধরণের খারাপ পোঁড়া; যা আল্লাহর ইচ্ছায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এ রোগগুলো নিজ প্রকৃতি থেকে সংক্রমণ করতে পারে না। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন **لا عدوى ولا طيرة** (কোন সংক্রমণ নই, কোন কুলক্ষণ নই)। অর্থাৎ এ রোগগুলো নিজ থেকে সংক্রমিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ এগুলোর মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ এগুলোর মধ্যে এমন উপকরণ দিয়েছেন যা এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে রোগ স্থানান্তরিত করার কারণে অনবির্য করে। তখন পারস্পারিক মলোমশো সংক্রমণের কারণ হয়। তাই প্রত্যেকের উচিত উচিত হাদিসের উপর আমল করে রোগ সংক্রমণের কারণগুলো থেকে বাঁচতে থাকা।



নঃসন্দহে সবকছি আল্লাহ্ৰ নর্ধারতি তাকদীর ও নয়তির ভিত্তিতে ঘটতে। এ কারণে যারা কুলক্ষণে বর্শ্বাস করে তাদের বর্শ্বাসকে নাকচ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “যখন তাদের কোন মঙ্গল হত তখন বলত, ‘এটা আমাদের জন্মই।’ আর যদি কোন অমঙ্গল ঘটত তাহলে সজেন্য় মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অশুভ লক্ষণযুক্ত মনে করে তাদেরকে দায়ী করত। জনে রাখ, নর্শ্চয়ই তাদের অশুভ লক্ষণ আল্লাহ্ৰ জানা আছে। তবে তাদের অধিকাংশই তা জানে না।”

যদি রোগাক্রান্ত মানুষের সাথে মলোমশো ঘটে তখন আল্লাহ্ৰ ইচ্ছায় রোগ সংক্রমতি হয়— এ বিষয়ক দললিগুলো সুস্পষ্ট। আবার কখনও আল্লাহ্ তাওফিকি দলিলে মলোমশো হলওে রোগ সংক্রমতি হয় না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞে।